সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ইলিশ ধরার সাথে যুক্ত নয় এমন লোকেদের জেলে নিবন্ধন বাতিলের দাবি অধিকার ভিত্তিক ২৭টি সংগঠনের

মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার কমপক্ষে সাতদিন আগেই প্রকৃত ইলিশ ধরার সাথে যুক্ত জেলেদের হাতে চাল বা টাকা পৌঁছাতে হবে

ঢাকা, ১৮ মার্চ ২০১৭। প্রকৃত জেলে নয় এমন লোকদের জেলে নিবন্ধন বাতিল করে প্রকৃত জেলেদেরকে নিবন্ধনের আওতায় নিয়ে আসার দাবি জানিয়েছে অধিকার ভিত্তিক ২৭টি কৃষক, জেলে এবং শ্রমিক সংগঠন। তারা মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা আরোপের সাতদিন আগেই চাল বা টাকা সংশ্লিষ্ট জেলেদের মধ্যে বিতরণের দাবি জানান। আজ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে "প্রকৃত জেলে নয় এমন লোকদের জেলে নিবন্ধন বাতিল করতে হবে: মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার কমপক্ষে সাতদিন আগেই প্রকৃত জেলেদেরকে চাল বা টাকা দিতে হবে" শীর্ষক এই মানব বন্ধনটি যৌথভাবে আয়োজন করে অনলাইন নলেজ সোসাইটি, অর্পণ, উদ্দীপন, উদয়ন বাংলাদেশ, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট, এসডিও, কোস্ট ট্রাস্ট, জাতীয় কৃষাণী শ্রমিক সমিতি, জাতীয় শ্রমিক জোট, ডাক দিয়ে যাই, ডোক্যাপ, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা, নলসিটি মডেল সোসাইটি, পিরোজপুর গণ উন্নয়ন সমিতি, প্রান্তজন, পিএসআই, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন (জাই), বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন, লেবার রিসোর্স সেন্টার, মুক্তির ডাক, সংকল্প ট্রাস্ট, সংগ্রাম, সিডিপি, বাংলাদেশ মৎস্যশ্রমিক জোট, হাওর কৃষক ও মৎস্য শ্রমিক জোট।

কোস্ট ট্রাস্টের মোস্তফা কামাল আকন্দের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মানব বন্ধন ও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কোস্ট ট্রাস্টের সনত কুমার ভৌমিক, অর্পনের কাদের হাজারী, বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতির সুবল সরকার, মুক্তির ডাকের আসিফ ইকবাল, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের ড. মেজবাহ, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের জায়েদ ইকবাল খান, লেবার রিসোর্স সেন্টারের শিবলী আনোয়ার এবং হাওর কৃষক ও মৎস্য শ্রমিক জোটের অনুপম মাহমুদ।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে মানব বন্ধনে উপস্থাপিত লিখিত বক্তব্যে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট দাবি তুলে ধরেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: (১) চাল বন্টন প্রক্রিয়ায় জেলেদের প্রতিনিধিদের যুক্ত করা এবং প্রভাবশালীদের হাত থেকে এ বন্টন ব্যবস্থা বন্ধ করা, (২) জেলেদের জন্য ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা এবং চালের সমপরিমাণ টাকা ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে বিতরণ করা বা টাকা মোবাইলের মাধ্যমে বিতরণ করা, (৩) কৃষিঋণের মতো স্বল্প সুদে জেলে ঋণের ব্যবস্থা করা, (৪) জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড থেকে জেলেদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে (৫) বয়স্ক ও বিধবা ভাতার জন্য জেলেদের বিশেষ কোটা রাখা, (৬) প্রতিটি জেলেঘাটে আবহাওয়াজনিত সতর্ক বার্তার জন্য সিগনাল ব্যবস্থা চালু করা এবং প্রতিটি নৌকাতে রেডিও ও লাইফ জ্যাকেটের ব্যবস্থা করা, (৭) বড় বড় মাছ ধরার নৌকাকে উপকূলের কাছে এসে মাছ ধরতে না দেয়া।

কোস্ট ট্রাস্টের পরিচালক সনত কুমার ভৌমিক বলেন যে, ইলিশ রক্ষায় সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে প্রতি বছর প্রায় ৪৪ হাজার মেট্রিক টন ইলিশের উৎপাদন বাড়ছে। তা ছাড়া প্রতি বছর প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকার ইলিশ মাছ উৎপন্ন হচ্ছে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও সরকার মার্চ-এপ্রিল মাসে উপকূলীয় এলাকার নদীতে ইলিশসহ সকল ধরণের মাছ ধরা, বিক্রি, সংরক্ষণ, পরিবহনের সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এর ফলে মাছ ধরার সাথে জড়িত ৪.৫ লক্ষ জেলে পরিবার এবং ২০-২৫ লক্ষ মৎস শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েন। তিনি আরো বলেন যে, মাছ ধরা বন্ধ থাকার সময় সকার প্রত্যেক জেলে পরিবারকে ৪০ কেজি করে চাল দেয়ার কথা। কিন্তু সে চাল এখন পর্যন্ত অনেক জেলেদের হাতেই পৌঁছায়নি।

অর্পনের নির্বাহী পরিচালক জনাব কাদের হাজারী বলেন, মাছ ধরা বন্ধ থাকার সময় জেলেদের অন্য কোন বিকল্প উপায় না থাকার কারণে জেলেরা অধিকাংশ সময়েই জীবিকার নানাবিধ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় এবং প্রায়ঃশই ন্যায় বিচার এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মকাণ্ডের সুবিধা ভোগ করতে পারেনা। বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতির জনাব সুবল সরকার বলেন যে, জিডিপির ১% অর্জন হয় ইলিশ মাছ থেকে। সতরাং সরকারের উচিত এসব জেলেদের দিকে নজর দেয়া। কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক মো: মুজিবুল হক মুনির বলেন যে অতিরিক্ত ইলিশ উৎপাদন থেকে প্রতি বছর আয় বাড়ে প্রায় ২০০ কোটি টাকা। সেখানে সরকার প্রকৃত জেলেদেরকে চাল দিলে কার খরচ পড়ে মাত্র ১৩৫ কোটি টাকা। তিনি আরো বলেন যে প্রতি জেলে পরিবারের জন্য ৪০ কেজি চাল বরাদ্দ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই তারা পায় ২০-৩০ কেজি। মুক্তির ডাকের নির্বাহী পরিচালক জনাব আসিফ ইকবাল বলেন, যে প্রায় ৩০% এর অধিক লোক আইডি কার্ড পেয়েছেন যারা কোনও দিনও মাছ ধরার সাথে জড়িত নন। আবার প্রায় ৪০% এর অধিক জেলে এখনও আইডিকার্ড পাননি বা আওতার বাইরে রয়েছেন।

বার্তা প্রেরক: সনত কুমার ভৌমিক: ০১৭১১৮৮১৬৬২মোস্তাফা কামাল আকন্দ, কোস্ট ট্রাস্ট, মোবাইল : ০১৭১১৪৫৫৫৯১